গুগল সার্চের সহজ কৌশল

পর্ব ৩

Google

হাসান মাহমুদ

বর্তমানে গুগল হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সেরা সার্চ ইঞ্জিন। হুট করে যখন কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়, যেমন কোনো ইনফরমেশন, সফটওয়্যার ইত্যাদি সাথে সাথেই আমরা গুগলে সার্চ দিই। এরপর অনেক ফলাফল থেকে নিজের প্রয়োজনীয় ফলাফল বেছে নিই। ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ভালো ফলাফলের জন্য শুধু গুগলের মাধ্যমে সার্চ করে থাকেন। তবে মাঝে মাঝে এই খোঁজাখুঁজিই হয়ে ওঠে মহা বিরক্তিকর। কেননা গুগলের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে কিছু সহজ কৌশল ব্যবহার করে অনেক দ্রুত ও কম সময়ে নিখুঁত ফলাফল পাওয়া সম্ভব। আগের পর্বে গুগলে সার্চিং কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এ পর্বে গুগলের মজার কিছু সার্ভিস এবং অজানা কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গুগলের এক্সক্লুসিভ এবং মজার কিছু সার্ভিস

সারা বিশ্বে ওয়েব সার্চিংওয়ের ক্ষেত্রে গুগল একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম। শুরুটা সার্চ দিয়ে হলেও গুগল শুধু এতেই সীমাবদ্ধ না থেকে বাড়িয়ে যাচ্ছে তার ওয়েব সাম্রাজ্য। গুগলের অসংখ্য প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করলেও কিছু কিছু প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। সেসব বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

গুগল স্কেচআপ : গুগল স্কেচআপ হচ্ছে আপনার শিল্পীমন আর প্রকৌশলের মিলন ঘটানোর এক জায়গা। এটি দিয়ে স্থাপত্য ডিজাইন, বিল্ডিং ডিজাইন, গেমের ইন্টারফেস বা পটভূমি ডিজাইন থেকে শুরু করে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যা খুশি তাই করতে পারবেন। সুযোগ রয়েছে আপনার তৈরি মডেল গুগল আর্থে যোগ করারও। এছাড়া অন্য ব্যবহারকারীদের তৈরি মডেল দেখারও অপশন আছে। Last Software নামে একটি ছোট সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের পণ্য স্কেচআপকে গুগল কিনে নেয় ২০০৬ সালে। CAD সফটওয়্যারের মতো ব্যবহারের জটিলতা নেই এতে। স্কেচআপ সফটওয়্যার ডাউনলোডের লিঙ্ক : sketchup.google.com

গুগল প্যাক : গুগল প্যাক হচ্ছে কিছু অত্যাবশ্যকীয় সফটওয়্যারের সংগ্রহ। গুগলের নিজস্ব পণ্য ছাড়াও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় থার্ডপার্টি সফটওয়্যারও আছে এই প্যাকে। এটি উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা ও সেভেনের জন্য। এই প্যাকের সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, স্পাইওয়্যার ডক্টর ও অ্যান্টিভাইরাস, পিকাসা ফটো এডিটর, গুগল আর্থ, গুগল টুলবার, গুগল ডেস্কটপ, অ্যাডোবি রিডার, গুগল টক, রিয়েল প্লেয়ার ইত্যাদি। গুগল প্যাক মানে এই নয় যে আপনাকে সব সফটওয়্যারই ডাউনলোড করতে হবে। আপনি পছন্দমতো সফটওয়্যার নির্বাচন করতে পারবেন। গুগল নিজেই দেখে নেবে কোন কোন সফটওয়্যার আপনার কমপিউটারে আগে থেকেই ইনস্টল করা আছে। গুগল আপডেটার নিজে থেকেই ইনস্টল করা প্যাক সফটওয়্যারগুলোর আপডেট চেক করবে। গুগল প্যাকের ঠিকানা : http://pack.google.com/

গুগল গিয়ার : গুগল গিয়ার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে নতুন গতি এনে দেয়ার এক ওপেনসোর্স পণ্য। এটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ডাটা লোকাল হার্ডডিস্কে স্টোর করে, কয়েকটি জাভাস্ক্রিপ্ট একসাথে এক্সিকিউট করতে পারে এবং রিসোর্স ক্যাশ করে ব্রাউজিং দ্রুততর করে। এ সেবা পেতে পারেন জি-মেইল, গুগল ডক, গুগল রিডার, ক্যালেন্ডার, পিকাসা, মাইস্পেস ইত্যাদি বিভিন্ন জনপ্রিয় সাইটে। জি-মেইল বা গুগল রিডারে এ সেবা চালু থাকলে রিডার বা মেইল বক্সে ইন্টারনেটে কানেক্টেড না থাকলেও আপনি ঢুকতে ও পড়তে পারবেন। এমনকি নতুন ই-মেইল পাঠাতেও পারবেন। কানেক্টেড হওয়া মাত্র মেইলটি পাঠানো হয়ে যাবে। একে পাওয়া যাবে gears.google.com/ ঠিকানায় গেলে।

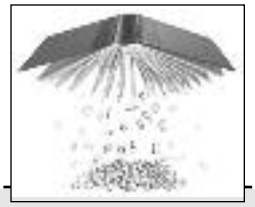

গুগল ই-বুক

গুগল তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য বই কালেকশন করছে, যার মাধ্যমে নেটে বসেই বই পড়া যাবে। আর এতে প্রায় ২৪টি ক্যাটাগরির বই পাওয়া যায়। নতুন-পুরনো সব বই একসময় পাওয়া যাবে এ গুগল ই-বুকে। এমনকি বিলুপ্তপ্রায় বইগুলো কালেকশন করার চেষ্টা করছে গুগল। ঠিকানা : books.google.com/books

গুগল টুলবার : এটি মোটামুটি সবার পরিচিত। আপনার ওয়েব ব্রাউজিংকে আরও সহজ ও সাবলীল করতে এর আসা। এটি উইন্ডোজ, ম্যাক ও লিনআক্স সাপোর্ট করে। ব্যবহার করা যায় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ও ফায়ারফক্সে। এটি আপনাকে গুগল সার্চ, জি-মেইল, বুকমার্ক, ট্রান্সলেশনসহ প্রায় সব সার্ভিসে এক ক্লিকে অ্যাক্সেস দেবে। সাথে রয়েছে অটোফিল (ওয়েব ফর্ম অটোমেটিক পূরণ হবে), স্পেলচেক (বানান যাচাই), অটোলিঙ্ক (টেক্সট ইউআরএলগুলো ক্লিকেবল হবে, কোনো নির্দিষ্ট তথ্যসংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে লিঙ্ক হবে) ইত্যাদি। সাথে আছে পপআপ ব্লকার। এর ঠিকানা : toolbar.google.com

গুগল ডকস

গুগল ডকস হলো গুগলের অফিস স্যুট। এটি একটি অনলাইন ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন সার্ভিস। এর মাধ্যমে অনলাইনে ফাইল তৈরি ও এডিট করতে পারবেন। এর বড় সুবিধা হলো একটি ডকুমেন্ট নিয়ে কয়েকজন একই সাথে কাজ করতে পারবেন। গুগল ডকস সাপোর্ট করে ওপেন অফিস, মাইক্রোসফট অফিস, এইচটিএমএল, পিডিএফ, আরটিএফসহ প্রায় সব জনপ্রিয় ফরম্যাট। তাই কমপিট্যাবিলিটি নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। পাঁচ হাজার ডকুমেন্ট, পাঁচ হাজার ছবি, এক হাজার স্প্রেডশিট, একশ' পিডিএফ ফাইল গুগল সার্ভারে নিরাপদে সেভ করে রাখতে পারবেন। গুগল গিয়ার সাপোর্টেড হওয়ায় এটি দিয়ে অফলাইনেও কাজ করা সম্ভব। রয়েছে মোবাইল ফোন থেকেও দেখার সুবিধা। গুগল ডকসের ঠিকানা : http://docs.google.com/

গুগল ডেস্কটপ : গুগল সার্ভিসকে ব্রাউজার থেকে একেবারে আপনার ডেস্কটপে আনার সার্ভিস গুগল ডেস্কটপ। লিনআক্স, ম্যাক, উইন্ডোজ ভার্সন রয়েছে এর। গুগল ডেস্কটপ সফটওয়্যার দিয়ে আপনি ডেস্কটপে টেক্সট, ই-মেইল বা ফাইল সার্চ করতে পারবেন। এটি আপনার কমপিউটারের ফাইলগুলো ইনডেক্স করে রাখে। সার্চ রেজাল্ট ওয়েব সার্চের মতো একইভাবে ব্রাউজারে দেখায়।

এর সাইডবারে ই-মেইল, স্ক্র্যাচপ্যাড, নিউজ, আবহওয়া, গুগল টক ইত্যাদি গ্যাজেট ডিফল্টভাবে দেয়া থাকে। আপনার পছন্দমতো গ্যাজেট যোগ করতেও পারবেন। ক্যুইক ফাইন্ড ভাসমান ডেস্কবারে 'AS you type update' ভিত্তিতে ফাইল সার্চ করতে পারবেন। এর ঠিকানা : http://desktop.google.com/

গুগল নোটস : গুগল নোটস সার্ভিসের মাধ্যমে একজন ইউজার অনলাইনে নোট লিখতে, ছবি বা লিঙ্ক সেভ করে রাখতে পারেন। হতে পারে এটি সরাসরি টাইপ করে অথবা কোনো ওয়েব পেজ বা সার্চ রেজাল্ট কিংবা ব্রাউজার সেশন থেকে। নোট শেয়ারও করা ▸

সম্ভব। গুগল নোটস এক্সটেনশন ব্যবহারের মাধ্যমে ইউজার ব্রাউজার কনটেক্সট মেনু থেকেই নোট সেভ করতে পারেন, গুগল নোটস সাইটে ঢোকার দরকার নেই। নোটগুলো ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতিতে অর্গানাইজ করা বা গুগল ডকসে এক্সপোর্ট করার ব্যবস্থাও আছে। তবে নতুন ইউজারদের জন্য এ সার্ভিস বর্তমানে নেই। ঠিকানা : http://www.google.com/notebook

গুগল নল : গুগল নল হলো গুগলের আর্টিকেল সংগ্রহশালা। নল শব্দটি গুগল ব্যবহার করেছে নলেজের একবচন হিসেবে। এটি অনেকটা উইকিপিডিয়ার মতো। যেকোনো ব্যবহারকারী নতুন পেজ তৈরি করতে পারেন। উইকিপিডিয়ার সাথে এর বড় পার্থক্য হলো, এতে একই বিষয়ে একাধিক আর্টিকেল থাকতে পারে। নল আর্টিকেলগুলো উইকিপিডিয়ার আর্টিকেলগুলোর মতো মূল লেখকের অনুমতি ছাড়া যেকেউ এডিট করতে পারেন না। লেখক যেকোনো ব্যক্তিকে এডিট করার অধিকার দিতে পারেন। আপনার নল পেজে অ্যাডসেন্স বিজ্ঞাপনও দিতে পারেন। এটি একটি বড় আকর্ষণ উইকিপিডিয়ার চেয়ে। তবে নলের আকার উইকির তুলনায় খুবই ছোট। মোট আর্টিকেল সংখ্যা এক লাখের কাছাকাছি।

গুগল গ্যাজেটস : গুগল গ্যাজেটের মাধ্যমে ওয়েবে বা নিজের ডেস্কটপে ডায়নামিক কনটেন্ট যোগ করা সম্ভব। হতে পারে তা নিজের আইগুগল পেজ, ব্লগ, ওয়েব পেজ বা গুগল ডেস্কটপ। যেকেউ নিজের তৈরি কনটেন্টে পাবলিশ করতে পারেন এর মাধ্যমে।

গুগল লাইভলি : বর্তমানে এ সার্ভিসটি বন্ধ। এটি গুগলের ভার্চুয়াল দুনিয়া। এতে আপনার নিজস্ব রুম তৈরি করতে এবং ইচ্ছেমতো সাজাতে পারেন। ডিজাইন করতে বা রং বদলাতে পারেন, পিকাসা বা ইউটিউব থেকে ছবি দেয়ালের ফ্রেমে ঝোলাতে পারেন। একসাথে ২০ জন পর্যন্ত চ্যাট করা সম্ভব রুমগুলোতে। আপনি এবং অন্যরা এক একটি কার্টুন ক্যারেক্টার হিসেবে রুমে একে অন্যকে দেখতে পারবেন এবং আপনাদের কথাগুলো বাবল হিসেবে দেখা যাবে।

গুগল ল্যাটিচুড : এটি গুগলের লোকেশন ট্র্যাকিং সার্ভিস। মোবাইল ফোনে গুগল ম্যাপস ব্যবহার করে একজন ব্যবহারকারী তার নিজের বর্তমান অবস্থান অন্যদের জানাতে পারেন। ব্ল্যাকবেরি, উইন্ডোজ মোবাইল, অ্যান্ড্রয়িড, আইফোন আর সিম্বিয়ান প্লাটফর্মে কাজ করে এটি। ফাঁকিবাজি করে যেকোনো লোকেশন ম্যানুয়ালি লিখে দিতে পারেন। ঢাকায় বসে সিডনি লিখে দিলে সবাই দেখবে আপনি সিডনিতে। ঠিকানা : google.com/latitude

গুগল মার্স : আমাদের মঙ্গলগ্রহ দেখার সুব্যবস্থা করে দিয়েছে এই সার্ভিস। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা মঙ্গলগ্রহের ছবি নিয়ে ব্রাউজার আর গুগল আর্থভিত্তিক সার্ভিস এটি। ব্রাউজারে দ্বিমাত্রিক হলেও গুগল আর্থে হাই রেজ্যুলেশনে ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে পারবেন। ঠিকানা : http://mars.google.com

গুগল মুন : গুগল মার্সের মতো একই সার্ভিস চাঁদ দেখার জন্য। ছবির কালেকশন আর কোয়ালিটি স্বভাবতই মার্সের চেয়ে রিচ। ঠিকানা : http://moon.google.com/

গুগল মডারেটর : গুগলের মডু সার্ভিস একটি সার্ভে বা কোশ্চেন এবং তার ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্ট টুল। এর মাধ্যমে ব্যাপক আকারে প্রশ্ন, সাজেশন বা আইডিয়া কালেক্ট করা, সাজানো বা বিশ্লেষণ করা যায়। কোনো বিষয়ের ওপর বা প্রশ্নে রেটিং বা ভোটিংয়ের ব্যবস্থাও আছে। ঠিকানা : moderator.appspot.com

গুগল ফ্রেন্ড কানেক্ট

এ সার্ভিসের কাজ হলো বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও অন্যান্য সাইটে ছড়িয়ে থাকা আপনার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। এতে আবার কমেন্ট ট্রান্সলেশন অপশনও আছে। এতে আপনার বন্ধু অন্য কোনো ভাষায় কমেন্ট করলেও তা ট্রান্সলেট করে দেখতে পারবেন। কেনাকাটার সাইটে কোনো কিছু কেনার আগে আপনি দেখতে পারবেন আপনার কোন বন্ধু আগেই এ পণ্যটি কিনেছে কিনা বা কিনে থাকলে সেটা সম্পর্কে তার মতামত কী। নিজের প্রোফাইলসহ কমেন্ট করতে পারবেন সাপোর্টেড ব্লগ বা নিউজ সাইটগুলোতে।

গুগল স্কলার : গুগল স্কলার একটি স্কলার আর্টিকেল, টেকনিক্যাল রাইটিং, রিপোর্ট আর থিসিস সার্চ ইঞ্জিন। ডিসিপ্লিনভিত্তিক স্কলার ফুল টেক্সট কনটেন্ট সার্চ করা যায় এতে। বিশ্ববিখ্যাত অসংখ্য জার্নাল থেকে ফুল পাবলিকেশন পাওয়া যায়।

গুগল সাইটস : নবিসদের জন্য ওয়েবসাইট তৈরির সার্ভিস। খুব সহজে কোনো ধরনের কোডিং জানা ছাড়াই ওয়েবপেজ তৈরি ও পাবলিশ করা যায় গুগলের সার্ভারে। এতে খুব সহজ থিম, ফন্ট, লেআউট কাস্টমাইজেশন করা গেলেও হাই কোয়ালিটি পেজ বা ডায়নামিক কিছু করা সম্ভব নয়। ফ্রি ইউজারদের ১০০ মেগাবাইট স্টোরেজ আর গুগল ডক, ইউটিউব, ক্যালেন্ডার থেকে কনটেন্ট যোগ করা যায়। রয়েছে অ্যাডসেন্সও।

গুগল স্ট্রিট ভিউ : গুগল ম্যাপস ও গুগল আর্থের একটি ফিচার এটি। বিশ্বের বড় বড় শহরের রাস্তাঘাট একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে দেখা যায়। স্যাটেলাইট ইমেজ, জাহাজ বা গাড়ি থেকে তোলা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে এতে। রয়েছে জুম করার সুবিধাও।

গুগল স্কোয়ার্ড : গুগল স্কোয়ার্ড একটি ডাটা এক্সট্রাকশন সার্ভিস। ওয়েব থেকে আপনার দরকারি ডাটা কালেক্ট করে স্প্রেডশিট আকারে দেবে এটি। সার্ভিসটি এখনও বেটা পর্যায়ে আছে। ঠিকানা : google.com/squared

গুগল ট্রেন্ড : কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় জনমনে কতটুকু আলোড়ন তুলছে সেটা দেখার সেবা এটি। গ্রাফের মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে কোনো কী-ওয়ার্ড দিয়ে করা সার্চের পরিমাণ দেখা যায়।

ভেবো : মিউজিক ভিডিও সার্ভিস। ইউটিউব ও ইউনিভার্সাল স্টুডিওর যৌথ উদ্যোগে মিউজিক ভিডিও বিক্রির ব্যবস্থা। ঠিকানা : http://www.vevo.com/

গুগল ওয়েভ : ইয়াহু, মাইক্রোসফটকে পেছনে ফেলার কাজ তো শেষ। এখন শুধু বাকি ফেসবুক। তাও হয়তো গুগল ওয়েভের কাছে হার মেনে যাবে। কেননা নতুন নতুন আকর্ষণীয় সার্ভিস থাকবে গুগল ওয়েভে, যা কিছুদিনের মধ্যেই ফেসবুকের জনপ্রিয়তায় ভাটা ফেলতে সাহায্য করবে।

গুগল আর্থ : আমরা যারা বিশ্বভ্রমণ করতে ভালোবাসি, কিন্তু টাকা নেই, তাদের জন্যই মূলত এ সার্ভিস। এর মাধ্যমে নেটে বসেই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের ছবি দেখা সম্ভব। এ সার্ভিস অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দিন দিন।

গুগল টক : ইয়াহুর জনপ্রিয়তা কমাতে গুগলকে এ সফটওয়্যারটি তৈরি করতে হয়েছে। এর মাধ্যমে এখন জি-মেইলের আইডি দিয়ে অন্যের সাথে চ্যাট করা যাচ্ছে এবং ভয়েস চ্যাটের ভয়েস খুব স্পষ্ট। হয়তো ভবিষ্যতে এর আরও নতুন ফিচার দেয়া হবে।

জি-মেইল নোটিফাই : জি-মেইলের একটি অনন্য সার্ভিস হলো মেইল নোটিফাই। আমরা অনেকেই মেইল চেক করতে চাই না বা অনেক দিন পরপর মেইল চেক করি। হয়তোবা অনেকে মেইলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, তাদের জন্য মূলত এ সার্ভিস, যাতে মেইল আসার সাথে সাথেই গুগল আপনাকে জানিয়ে দেবে কেউ মেইল পাঠিয়েছে এবং এর সাবজেক্ট কী।

ব্লগস্পট : আমরা যারা ফ্রি ওয়েব বা ব্লগসাইট বানাতে চাই, তাদের জন্যই গুগলের এ উদার সেবা। এর ফলে খুব সহজেই কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী একটি ব্লগসাইট বানাতে পারেন। এটি ব্যবহার করা খুব সহজ। ঠিকানা : https://www.blogger.com/start

গুগল অ্যাডসেন্স : প্রবৃদ্ধি যাতে আরও বাড়ে সেজন্য গুগল নিজেদের শেয়ার থেকে কিছু অর্থ বরাদ্দ রেখেছে। যারা সাইটে গুগলের দেয়া অ্যাড বসাবে তারা এ টাকার কিছু অংশ পাবে। এর ফলে একদিকে যেমন গুগল লাভবান হচ্ছে, তেমনি যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে সেও লাভবান হচ্ছে।

গুগল ট্রান্সলেট : গুগলের একটি অসাধারণ সার্ভিস হলো গুগল ট্রান্সলেট। এর ফলে খুব সহজেই বাংলাভাষাসহ বিশ্বের প্রায় ৫০টি ভাষায় ট্রান্সলেট করা সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতে ভাষার সংখ্যা আরও বাড়ানো হতে পারে। ঠিকানা : http://translate.google.com কজ

ফিডব্যাক : faisalb01@gmail.com